ইউনিট ১৩

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও বিস্তরণ প্রক্রিয়া
[Implementation and Dissemination of Curriculum]

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কাজ যতই উত্তম কিংবা সুষ্ঠু হোক না কেন যদি এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুপরিকল্পিত ও বাস্তব সম্মত না হয় তবে তা অধিকাংশ সময় আংশিক কিংবা পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/নবায়ন বা নতুন করে রচনা অপেক্ষা বাস্তবায়ন করা একটি জটিল কাজ। কারণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন দক্ষ কর্মকুশলীর কাজ। এই কাজে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হয়। কিন্তু শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিক, শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, গবেষক সম্পৃক্ত থাকেন। সে কারণে বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উপরে বর্ণিত বিশেষজ্ঞবৃন্দের দায়িত্ব কর্তব্য বিশদভাবে উল্লেখ থাকতে হয় যাতে প্রত্যক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ব স্ব দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় জনবল ছাড়া আর যে সব যোগানের (যেমন- অর্থ, উপকরণ) প্রয়োজন হয় সেগুলো বিস্তরণ প্রশিক্ষণ শুরু করার পূর্বে প্রস্তুত করে নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির যোগান নিশ্চিতকরণের পর প্রশিক্ষণের দিন তারিখ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষক যেমন- ন্যাশনাল ট্রেনার্স, কোর বা মূখ্য প্রশিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক সম্পৃক্ত থাকেন। এই সব প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর সম্মানী, দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। এই হার পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে নিয়ে অর্থ আয়ন-ব্যয়ন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়ের ভাউচার ইত্যাদি বিষয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থ আয়ন-ব্যয়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন মুদ্রণ ও বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বিস্তরণ পরিকল্পনা চাকুরীকালীন ও চাকুরীপূর্ব, বিস্তরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পুনরাবর্তন ইত্যাদি পূর্বাহ্নেই ধারণা করে দিতে হয়।

বর্তমান শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ইউনিটের সামগ্রিক কার্যাদিকে দুইটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। এই পাঠগুলো হচ্ছেঃ

পাঠ- ১৩.১: শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ- ১৩.২: চাকুরীকালীন, চাকুরীপূর্ব, বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও যোগান

পাঠ ১৩.১

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ (চাকুরীকালীন) পরিকল্পনার রূপরেখা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ-সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংশ্লেষের বিবরণ দিতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা যে সব কার্যাদি বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সম্পাদনের জন্য করতে হবে সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করে নিম্নে প্রকাশ করা হল:

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও নবতর সংযোজন সম্পর্কে জানবেন।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা পরিচিতি জানবেন ও প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারবেন।
- নতুন বা পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক; যেমন- শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে যৌক্তিকতা, নবতর সংযোজন, শিক্ষাদান কৌশল, নতুন/পরিমার্জিত শিখন সামগ্রী ব্যবহার বিধি, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মরত ও চাকুরী পূর্ব শিক্ষকবৃন্দকে পরিচিত করানো যাতে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম যথাযথ বাস্তবায়িত হয়।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রীর নাম ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ।
- প্রশিক্ষণ উত্তর স্ব স্ব দায়িত্ব অবগত হওয়া এবং সে অনুসারে পরবর্তীতে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্যক্রমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দান করতে হয়। এই প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে প্রদানের জন্য বিশদ প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় অন্যথায় সফল প্রশিক্ষণ দান সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দকে দুভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও এনসিটিবি যৌথভাবে (২) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের মাধ্যমে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের বিশদ কর্মপরিকল্পনা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল:

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
প্রথম পর্যায় সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিচিতি প্রশিক্ষণ	শিক্ষা: নীতি নির্ধারক প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)	উপযুক্ত স্থান	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা	১ দিন	
দ্বিতীয় পর্যায় জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে)	উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান	শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ	২-৩ দিন	৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবেন না।
তৃতীয় পর্যায় মুখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ	টি.টি.সি, পি.টি. আই, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ	প্রশিক্ষণ সামগ্রির পরিসর ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে	প্রতি দলে ৫০ জনের বেশি হবে না
চতুর্ত পর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ	দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ (প্রতি দলে ৫০ জনের অধিক নয়)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রে	মুখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ	সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণকাল নির্ধারণ করতে হবে	

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সামগ্রী

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি কর্মকর্তাবৃন্দ কোন না কোন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকেন। সে কারণে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল লক্ষ্য দলের জন্যে এক ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ঠিক নয়; কারণ বিভিন্ন লক্ষ্য দলের দায়িত্ব কর্তব্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। তাছাড়া এ সবের কর্ম পরিসরও ভিন্নতর হয়। তবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্য দল ইত্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানতে হয়। এদিক বিবেচনা করলে সকলের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।
২. বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা।
৩. শিক্ষাক্রম কাঠামো অর্থাৎ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়।

৪. বিশদ প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা।
৫. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচি ও মানবণ্টন।
৬. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাস্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক।
৭. শিখন-শেখানো সহায়ক শিক্ষা উপকরণসমূহ।
৮. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে টেলিফোন নম্বর সহ।
৯. প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন, ওএইচপি, ভিডিও ক্যাসেট, টেপ রেকডার ইত্যাদি।
১০. প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন ছক।
১১. বিভিন্ন ধরনের কলম ও কাগজ।
১২. টি.এ. দৈনিক ভাতা, সম্মানী ইত্যাদি বিল ফরম।
১৩. প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী যেমন, ফোল্ডার, কলম, প্যাড, নিবন্ধন পত্র, রবার, পেন্সিল, নাম ফলক, কার্ড ইত্যাদি।
১৪. ক্লীপ, পিন, সুতা, ছুরি ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত সামগ্রীগুলোর মধ্যে কয়েকটির গুরুত্ব অত্যন্ত সামান্য হলেও প্রয়োজনের সময় হাতের নাগালে না থাকলে কাজের মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়। সে কারণে প্রশিক্ষণ পরিচালনার পূর্বে এগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ সংগঠন (চাকুরীকালীন)

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ সিনিয়র ও জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়তায় কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট স্থানে আয়োজন ও পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সামগ্রীক দায়িত্ব সমন্বয় কমিটর উপর ন্যস্ত করতে হবে। তবে অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা (চাকুরীকালীন)

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা/আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনার সামগ্রীক দায়িত্ব পালন করবে। অধীনস্থ অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ প্রশাসনাধীন এলাকার প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। অপরাপর কর্মকর্তাগণ তাঁকে সহায়তা করবেন।

আর্থিক বাজেট

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন ও আয়োজন করা একটি কঠিন ও জটিল কাজ; কারণ এতে হাজার হাজার শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান এবং বিরাট অঙ্কের অর্থেক প্রয়োজন হয়। এছাড়া অর্থ আয়নে ব্যয়নে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকে। তৎ জন্য কোন পর্যায়ের কোন প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ আয়োজক ও পরিচালক অন্যান্য সহায়তাকারী কত টাকা সম্মানী, দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা কত পাবেন তা প্রশিক্ষণ শুরু করার পূর্বে নির্ধারণ করে উপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণপূর্বক একটি আর্থিক আয়ন ব্যয়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হয় এবং তা অনুসরণে ভাতাদি প্রদান করা হলে কাজের জটিলতা অনেক কমে এবং অতি সহজে তা সম্পন্ন করা যায়। এছাড়া দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সামগ্রীক বাজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট স্তরের শিক্ষা অধিদপ্তর প্রণয়ন করবে এবং আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়ে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। অতঃপর আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজন অনুসারে অধস্তন স্তরে প্রেরণ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কাজটি জটিল কেন?
   ক. হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জড়িত হয়
   খ. একা অনেক কাজ করতে হয়
   গ. প্রশিক্ষক নির্বাচনের জন্য
   ঘ. এ দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া সম্ভব নয়।

২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনার পর্যায় কয়টি?
   ক. ৮টি
   খ. ৬টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ২টি।

৩. প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন ছকের প্রয়োজনীয়তা কি?
   ক. প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা জানার জন্য
   খ. প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য
   গ. প্রশিক্ষক নির্বাচনের জন্য
   ঘ. প্রশিক্ষণার্থীর আবাসনের জন্য।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কি কি?
২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি?
৩. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে সরাসরি কাজে লাগে না অথচ প্রশিক্ষণে সহায়ক এমন সামগ্রীগুলোর তালিকা তৈরি করুন।
৪. আর্থিক আয়ন-ব্যয়ন নির্দেশিকার প্রয়োজন কেন?

পাঠ ১৩.২

চাকুরীকালীন ও চাকুলীপূর্ব প্রশিক্ষণ, বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও যোগান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যদল ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমে চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কারণ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ও যোগানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নবতর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষানীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি লক্ষ্যদলকে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অবহিত করতে হয়।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নবতর সংযোজন, পাঠদান কৌশল, মূল্যায়ন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে উপরে বর্ণিত লক্ষ্যদলের সকল সদস্যকে সামনা-সামনি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দান করে শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো অবহিত করা।

বিশেষ করে শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নতুন দিক এবং এই নতুন দিকগুলো কিভাবে পাঠদান করলে পরিমার্জনের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, সেগুলো আলোচনা, ব্যাখ্যা, প্রদর্শনী পাঠের মাধ্যমে হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়া যাতে তাঁরা শ্রেণি পাঠ কার্যকরভাবে প্রদান করতে সমর্থ হন। এই প্রশিক্ষণে প্রদর্শনী ও অনুশীলনী পাঠ, প্রশিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দকে অবশ্যই দিতে হবে।

চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ

কোন দেশ বা অঞ্চলের যে কোন শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বা নবায়ণ যখনই করা হউক না কেন তখন তখনই চাকুরীপূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে পূর্ববর্তী স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নবতর দিকগুলো সংযোজন করতে হয়। এরূপ সংযোজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে সংযোগ সন্ধি (Plug Point) নির্ধারণ করে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এতে সামগ্রীক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের দরকার হয় না ফলে অর্থ, জনবল, সময় ইত্যাদি সবই কম লাগে।

চাকুরী পূর্ব (Pre-Service) শিক্ষাক্রমে যে সব দিক সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো হল:

১. পরিমার্জনের উদ্দেশ্য;
২. যে সব নবতর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি নতুন শিখন সাামগ্রীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অর্জন করা হবে;
৩. শিক্ষকবৃন্দ কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারবে

৪. কোন প্রণালীতে মূল্যায়ন করলে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মাত্রা জানা যাবে ইত্যাদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অন্তভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্যবৃন্দকে **পরিচিতি প্রশিক্ষণ** কার্যক্রমের মাধ্যমে অবহিত করতে হয়। পরবর্তী পরিমার্জনের পূর্ব পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়।

চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণে আর্থিক ব্যয় তুলনামূলক খুবই কম হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয়। এ প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

কোন শিক্ষাক্রম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিস্তরণ প্রশিক্ষণের পর প্রবর্তন করা হলে ধরে নেওয়া হয় যে বিদ্যালয়ে তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে- কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নাও হতে পারে। এ জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর পরই ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষণ করা দরকার হয়। পরীবিক্ষণ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের গুণগতমান হালফিলকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগান, সম্পূরক শিখন সামগ্রীর নিশ্চিত করতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন গণ মাধ্যমেও (নিউজ লেটার, রেডিও, টিভি) এরূপ যোগান দেওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে কোন দেশ ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দলের মাধ্যমে হালফিলকরণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ তথা ক্লাস্টার ট্রেনিং মাধ্যমে এরূপ প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ও যোগানের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সময় পরিমার্জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনা খুবই বেশি দেখা যায় এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম গ্রহণকালে এর কার্য স্পৃহা একেবারেই থিতিয়ে পড়ে কিন্তু এ অবস্থা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সংস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজন্য শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নানা ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দিয়ে তাঁদেরকে সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সময় ধরে নেওয়া হয় যে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে শিক্ষকবৃন্দও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করবে ও শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে তাদেরকে কি কি শিখতে হবে।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমান সমীক্ষায় সাধারণত যে যে দিকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় তা হল:

- মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নে কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও পরবর্তীতে দেশব্যাপী ব্যবহার কোন কোন সময় তত কার্যকর নয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।
- অনেক সময় শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে দু'একটি বিষয় সর্বদিক দিয়ে কার্যকর প্রমাণিত হয়।
- কোন কোন বিষয় কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি দিক সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমানের এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ অবনতির কারণ হিসেবে দুইটি দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে শ্রেণি পাঠ আয়োজন করতে পারেনি।
- শিক্ষাক্রমের মধ্যেই কিছু ত্রুটি নিহিত রয়েছে। নিবিড়ভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করে এই ত্রুটি নিরসনে সঠিক কারণ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

পুনরাবর্তন

শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা একটি সময়বদ্ধ ধারণা। আজ যা উপযোগী কাল তা অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে পরিবর্তিত অবস্থার তাগিদে পরিবর্তন অনিবার্য। বিষয়ের ক্রমবৃদ্ধি, মূল্যবোধের পরিবর্তন, শিক্ষা প্রযৌক্তিক উদ্ভাবন, সময় ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম পুনরাবর্তন দুইভাবে করা যেতে পারে:

১. শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা;

২. পুরোপুরি নবায়ন করা।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন উত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্বলতা এবং সংযোগ সন্ধি যুগপৎ চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর দুর্বলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিমার্জিত শিখন সামগ্রী প্রণয়নপূর্বক চিহ্নিত সংযোগ সন্ধিতে সন্নিবেশ করতে হয়।

১. **শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা:** পর্যায়ক্রমে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের সুবিধা অনেক। এই পরিবর্তনের কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর জন্য নতুন পরিকল্পনার দরকার হয় না। কারণ প্রচলিত উপকরণ সামগ্রী ও জনবল ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়। এইরূপ পরিবর্তন হালকরণ ও সম্পূরক যোগানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। তাছাড়া এই পরিবর্তন অংশে অংশে বিভক্ত করে করা সম্ভব হয়।

২. **পুরোপুরি নবায়ন করা:** পুরোপুরি নবায়ন কার্যক্রমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কার্যাদি ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এ কাজের দক্ষ জনবল, সময়, অর্থ এবং প্রয়োজনীয় যোগানের দরকার হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সংস্থা/ ব্যক্তি সামগ্রীকভাবে কার্যক্রমের অগ্রগতি পরীবিক্ষণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. সংযোগ সন্ধি নির্ধারণে কোনটি সাশ্রয় হয়?
ক. অর্থ, জনবল ও সময়
খ. অর্থ, সামগ্রী ও জনবল
গ. অর্থ, জনবল ও বিশেষজ্ঞ
ঘ. অর্থ, প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ।

২. চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণে কেন গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয়?
ক. শিখনের অগ্রগতির মাত্রা জানা যায়
খ. আর্থিক ব্যয় কম হয়
গ. পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়
ঘ. অনেক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে।

৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় চাকুরীকালীন তথা প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম কোনটি?
ক. সম্পূরক শিখন সামগ্রী
খ. ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দল
গ. ক্লাস্টার ট্রেনিং
ঘ. নিউজ লেটার।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের কোন কোন বিষয় চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়?

৩. চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলি কি কি?

৪. শিক্ষাক্রমের গুণগত সমীক্ষায় কি কি তথ্য পাওয়া যায়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থী কে?
ক. মাঠ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ খ. মাস্টার ট্রেনার
গ. শ্রেণি শিক্ষক ঘ. শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক।

২. কর্মরত শিক্ষকবৃন্দকে কত প্রকারে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়?
ক. ৫ প্রকারে খ. ৪ প্রকারে
গ. ৩ প্রকারে ঘ. ২ প্রকারে।

৩. কোনটি প্রশিক্ষণ সামগ্রী নয়?
ক. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল খ. শিক্ষা বার্তা
গ. বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা ঘ. নিউজ লেটার।

৪. শিক্ষাক্রমের গুণগত মান অবনতির কারণ কোনটি?
ক. শিক্ষাক্রমে কিছু ত্রুটি রয়েছে খ. শিক্ষাক্রম কঠিন হয়েছে
গ. প্রশিক্ষণ যথাসময়ে দেওয়া হয় নি ঘ. শিক্ষার্থীরা তা পছন্দ করে না।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের গুণগত মান কি কি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
২. চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিশদভাবে আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রশিক্ষণ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার বিবরণ দিন।
৪. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সামগ্রীর তালিকা তৈরি করুন।
৫. নতুন শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১
১. ক; ২. গ; ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২
১. ক; ২. গ; ৩. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন
১. ক; ২. ঘ; ৩. খ; ৪. ক